# ঈশ্বরের ধার্মিকতা ও অনুগ্রহ

## আদিপুস্তক ১৯.৩০-৩৮ পদ

গত সপ্তাহে আমরা ঈশ্বরের ন্যায়বিচার ও করুণার বিস্ময়কর প্রকাশ দেখেছি। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার সদোমের পাপের শাস্তি দিয়েছিল, কিন্তু তা আবার লোটের প্রতি করুণাও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসীরা যদি পাপপূর্ণ জীবন যাপন করে, তাহলে ঈশ্বরের এই ধার্মিকতা কীভাবে বিশ্বাসীদের রক্ষার্থে ঢাল হিসাবে প্রকাশিত হতে পারে? এটা কেবল একমাত্র কারণেই সম্ভব) ক্রুশের উপর তাঁর মৃত্যুর দ্বারা যীশু বিশ্বাসী আমাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনের দ্বারা আমাদের পাপের ক্ষমা অর্জন করেছেন। তাই, ঈশ্বর বিশ্বাসীদের মধ্যে কোনও পাপ দেখতে পান না; পরিবর্তে, তিনি তাদের তাঁর সন্তান হিসাবে দেখতে পান। ফলস্বরূপ, ঈশ্বর সর্বদা তাঁর ধার্মিকতা অনুসারে নিজের সন্তানদের পক্ষ সমর্থন করেন ও তাদের রক্ষা করেন। কারণ, তারা সকলে ঈশ্বরের নিজের অধিকার। তাই, একদিকে ঈশ্বরের ধার্মিকতা অবিশ্বাসী বা শত্রুদের কাছে বিচারের মানদণ্ড; কিন্তু অন্যদিকে, তা বিশ্বাসীদের কাছে সুরক্ষার ভিত্তি।

এমন ন্যায় বিচারক ঈশ্বর আপন বৈশিষ্ট বজায় রেখে অন্যান্য পাপের ন্যায় জঘন্য যৌন পাপেরও উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে থাকেন। এই কারণেই (১৮.২০-২১, ১৯.১৩) ঈশ্বর সমতলের সেই পাঁচ নগর (সদোম, ঘমোরা, অদ্‌মা, সবোয়িম, সোয়র;১৪.৮) ধ্বংসের পরিকল্পণা করেছিলেন। অবশ্য, অব্রাহামকে স্মরণ করে ঈশ্বর সেই বিনষ্টতা থেকে লোটকে রক্ষা করেছিলেন (১৯.২৯) এবং লোটের অনুরোধে সোয়র নামক ক্ষুদ্র নগরকে এই উৎপাটন থেকে দূরে রেখেছিলেন (১৯.২১)।

আজ আমরা ১৯ অধ্যায়ের শেষাংশ পাঠ করেছি, এখানে ধার্মিক লোটের (২পিতর ২.৭, ৮) অবশিষ্ট জীবনের একটি ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যা পাঠ করে আমরা প্রত্যেকে বিব্রত হতে বাধ্য। সাদোমের জঘন্য যৌন জীবন-যাত্রার কদর্য প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে লোটের মেয়েরা তাদের বাবার সঙ্গে সহবাসের দ্বারা সন্তান উৎপাদনের পথ বেছে নিয়েছে। ধার্মিক লোট যেখানে অবিশ্বাসী সদোমবাসীদের মধ্যে ঈশ্বর বিশ্বাসের সামান্যতম প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়েছিল;সেখানে সদোমের অবিশ্বাসের জীবন-যাত্রা বা সংস্কৃতি লোটের সন্তানদের জীবনে এমন পাকাপোক্ত জায়গা করে নিয়েছিল যে, এমন অস্বাভাবিক আচরণ তাদের কাছে অস্বাভাবিক বা অন্যায্য মনে হয়নি। কিন্তু তাদের এমন পাপিষ্ট আচরণ সত্ত্বেও ঈশ্বর তাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন, লোটের দুই মেয়েই সন্তানকে জন্ম দিয়েছিল। আমরা এই দুই সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে ঈশ্বরের ধার্মিকতাকে কীভাবে বর্ণনা করব? অবিশ্বাসীদের প্রতি বিচারের মানদণ্ড হিসাবে না বিশ্বাসীদের সুরক্ষার ভিত্তি হিসাবে?

ঈশ্বর যখন লোটকে সদোমের বাইরে এনে পাহাড়ে পালাতে আদেশ করেছিলেন (১৭ পদ), তখন লোট ঈশ্বরকে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি যেন লোটকে সেই সমতলভূমির সোয়র নামক ছোট্ট নগরে পালাতে অনুমতি দেন (২০ পদ)। ঈশ্বর যখন সেই অনুরোধ রাখেন, তখন লোট পাহাড়ে না গিয়ে সোয়রে পালিয়ে আশ্রয় নেয় (২১-২৪ পদ)। কিন্তু সোয়রে লোটের জীবন সুখের ছিল না; তাই বাধ্য হয়ে লোট ও তার দুই মেয়ে ঈশ্বরের আদেশানুসারে সেই পাহাড়েই যায় ও সেখানে গুহাতে বসবাস শুরু করে (৩০ পদ)। লোটের এই কাজের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, *"কারণ লোট সোয়রে বাস করতে ভয় করলেন"* (৩০ পদ)। কী কারণে লোট সোয়রে বাস করতে ভয় পেয়েছিল, তা যদিও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি, আমরা কয়েকটি কারণের কথা বলতে পারি। (১) সোয়রের লোকেরাও সদোমের ন্যায় একই প্রকার জঘন্য পাপজীবন যাপন করায়, লোট একথা ভেবে ভয় পেয়েছিল যে, ঈশ্বর তাঁর স্বর্গদূতদের দ্বারা এই নগরও বিনষ্ট করতে পারেন। অর্থাৎ, ঈশ্বরের কথায় (১৯.২১) লোট খুব একটা আস্থা রাখতে পারেনি। (২) হয়ত সোয়রের লোকরা খবর পেয়েছিল যে, সদোমে লোটের বাড়ীতে যে স্বর্গদূতরা

এসেছিল, তারাই সেই সমতলভূমিতে এই ধবংসকার্য সাধন করেছে, তাই সোয়রের লোকেরা লোটের পরিবারের উপর ক্ষেপে ছিল; তাই লোট তাদের মধ্যে বসবাস করতে ভয় পেয়েছিল। (৩) লোট নিজে হয়ত ঈশ্বরের আদেশের (পাহাড়ে পালাও) বিপক্ষে সোয়রে বসবাসকে গর্হিত কাজ হিসাবে চিন্তা করেছিল; তাই ধার্মিক ঈশ্বরের মারাত্মক বিচারকে স্মরণ করে লোট ভয় পেয়েছিল। যাই হোক না কেন, লোট শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরের আদেশ পালন করে সেই পাহাড়েই যেতে বাধ্য হয়। সেখানে সেই জনবসতিহীন পাহাড়ে তারা গুহার মধ্যে বসবাস শুরু করে। লোটের এই পরিণতি আমাদের কয়েকটি বিষয় শিক্ষা দেয়। আমরা প্রথম থেকেই লোটকে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি হিসাবে দেখেছি। পিতৃতুল্য কাকার কথা বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে লোট জাগতিকতার মোহে তার চোখে যা উত্তম মনে হয়েছিল, সেই দেশ বেছে নিয়েছিল (১৩.১০-১৩)। জাগতিকতার মোহে তাড়িত হয়ে সদোমে লোট বেশ স্বাচ্ছন্দ ও আভিজাত্যের জীবন শুরুও করেছিল। যদিও বাইবেল যে বলে, "*সেখানকার ধর্মহীন মানুষদের স্বৈরাচারে ধার্মিক লোট ক্লিষ্ট হতেন ও দিন দিন নিজের ধর্মশীল প্রাণকে যাতনা দিতেন*" (২পিতর ২.৭-৮)। তথাপি, স্বার্থান্বেষী ধার্মিক লোট সদোমে সর্বোচ্চ সম্মানের পদমর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল, নগর দ্বারে বসবার অধিকার পেয়েছিল (১৯.১) । এইভাবে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে দূরে সরিয়ে রেখে আমরা যখন নিজেদের স্বার্থপর ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চাই, তাতে যে হিতে বিপরীত হয়, তা লোট ঠেকে শিখেছিল। যা লোটের চোখে ছিল "*সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায়*" বা "*মিশর দেশের ন্যায়*" (১৩.১০)) এখন তা মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছে। সদোমের সেই স্বাচ্ছন্দ বা আভিজাত্যের পরিবর্তে লোট লাভ করেছে জনবসতিহীন পাহাড়ে গুহার মধ্যে বসবাস। এর দ্বারা আমরা পিতরের প্রতি যীশুর সতর্কবাণী স্মরণ করতে পারি, "*যে কেউ নিজের প্রাণ রক্ষা করতে ইচ্ছা করে, সে তা হারাবে* " (মথি ১৬.২৫)। লোটের এই জীবন বিশ্বাসী আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আমরাও যদি জাগতিক স্বাচ্ছন্দ লাভের উদ্দেশ্যে জগতের তালে তাল মিলিয়ে আমাদের জীবন যাপন করি, তাহলে লোটের ন্যায় আমাদেরও নষ্ট বৎসরের জন্য হাহুতাশ করতে হবে। যদিও বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের পরিত্রাণ শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর রক্ষা করে পরীক্ষাসিদ্ধ করবেন, কিন্তু পৃথিবীর মাটিতে প্রকৃত বিশ্বাস জীবনের দ্বারা, আমরা যে আশির্বাদ ভোগ করতে পারতাম, তা থেকে আমরা নিজেরা নিজেদের বঞ্চি ত করব। লোটের ন্যায় বিশ্বাসীদের পরিণতি সম্বন্ধে পৌল লিখেছেন, "*যার কাজ পুরে যায়, সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে, কিন্তু সে নিজে পরিত্রাণ পাবে। তবুও এমনভাবে পাবে, যেন আগুনের মধ্য দিয়ে উত্তীর্ণ হবে।*" (১করিন্থিয় ৩.১৫)।

বাইবেলে লোটকে ধার্মিক বলা হলেও, লোটের মেয়েদের বাইবেলের কোথাও ধার্মিক বলা হয়নি। ধার্মিক লোট কেবল অবিশ্বাসী সদোমবাসীদের জীবনে কোনও প্রকার প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হয়নি, নিজের সন্তানদেরও প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই, লোটের সন্তানরাও অবিশ্বাসীর ন্যায় জীবন যাপন করেছে এবং ঈশ্বর সৃষ্ট স্বাভাবিক সম্পর্ককে কলঙ্কি ত করেছে। লোটের মেয়েরা কীভাবে বা কোন যুক্তিতে এমন কাজ করতে পেরেছিল? ৩১ পদে তাদের যুক্তির কথা বলা হয়েছে, "*আমাদের পিতা বৃদ্ধ, এবং জগৎসংসারের ব্যবহার অনুসারে আমাদের কাছে আসতে পারে, পৃথিবীতে এমন কোনও পুরুষ নেই।*" কিন্তু এ যুক্তি কতখানি সত্য? কারণ, তারা তাদের দাদু অব্রাহামের কথা ভুলে গেছে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যেত। এ ব্যাপারে লোটও পিতা হিসাবে তার দায়িত্ব এড়াতে পারে না;প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েদের বিয়ের জন্য পাত্রের খোঁজে কাকার সঙ্গে সে যোগাযোগ করেনি। একথা সত্য, সেই দেশের সংস্কৃতি অনুসারে নিঃসন্তান থাকাটা স্ত্রী-লোকদের কাছে অপমানের বিষয় ছিল। কেবল তাই নয়, নিঃসন্তান অবস্থায় যদি লোটের মেয়েরা মারা যেত, তাহলে পৃথিবী থেকে লোটের গোষ্ঠী নিশ্চি হ্ন হয়ে যেত। কিন্তু লোটের মেয়েরা নিজেদের অপমান দূর করতে বা বংশ রক্ষা করতে যে পথ বেছে নিয়েছিল, তা কখনও বিশ্বাসী লোটের মেয়েদের কাজ ছিল না। মেয়েদের জীবনের উপর ধার্মিক লোটের ঈশ্বর বিশ্বাসের কোনও প্রভাব ছিল না।

৩২ পদানুসারে, বাবাকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে মেয়েরা তার সঙ্গে সহবাসের পথকে বেছে নিয়েছিল। এর থেকে ধরা যেতে পারে যে, তারা যখন তাদের সমস্যা তথা তার

সমাধানের কথা বাবার সঙ্গে আলোচনা করেছিল, বাবা তাতে রাজি হয়নি; তাই বাবাকে দ্রাক্ষারস পান করিয়ে তারা তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করেছিল। বাইবেল খুব পরিষ্কারভাবে এই ধরণের সমস্ত অনৈতিক যৌন-সম্পর্ককে পাপ বলে। এই কারণে, কনানে প্রবেশের পূর্বে, ইস্রায়েল জাতিকে মিসর বা কনানের অবিশ্বাসী আচরণ থেকে দূরে থাকতে মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেলেন (লেবীয় ১৮.৩-২৩)। তাই, নিজের স্ত্রী নয়, এমন স্ত্রী-লোকের সঙ্গে যৌন-সম্পর্কের পাপকে ব্যভিচার *(adultery)* বলা হয়েছে (লেবীয় ২০.১০), আবার নিষিদ্ধ আত্মীয়কুটুম্বের যৌনসংসর্গের পাপকে অজাচার *(incest)* বলা হয়েছে (লেবীয় ১৮.৬-১৮; ২০.১৯-২১); আবার পশুর সঙ্গে শয়নের পাপকে পশ্বাচার *(bestiality)* বলা হয়েছে (লেবীয় ১৮.২৩;২০.১৫-১৬);ঠিক একইভাবে, সমকামীদের মধ্যে যৌনসংসর্গের পাপকে সমকাম *(Homosexuality)* বলা হয়েছে (লেবীয় ১৮.২২; ২০.১৩)। এইভাবে, বাইবেল আমাদের পরিষ্কার শিক্ষা দেয় যে, এইপ্রকার সমস্ত অবৈধ যৌনসংসর্গ মারাত্মক পাপ;তাই বিশ্বাসী আমরা যেন সর্বদা এই প্রকার আচরণ থেকে দূরে থাকি। ঈশ্বর আমাদের বিভিন্ন বৈশিষ্টের মধ্যে যৌন ইচ্ছাকেও দিয়েছেন। বৈধ সম্পর্কের (স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক) মধ্যে আমরা যখন ঈশ্বর-দত্ত এই যৌন-প্রবৃত্তিকে ব্যবহার করি, তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে উত্তম এবং সমাজের চোখেও আদরনীয়। কিন্তু অবৈধ সম্পর্কের দ্বারা আমরা যদি আমাদের কাজে বা চিন্তায় এই ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে চাই, তাহলে তা কোনও অজুহাতের দ্বারাই সমর্থন সম্ভ ব নয়। অনেক সময় আমাদের যৌন-কামনা পাপ করতে আমাদের প্রলোভিত করে; বাইবেল তাই আমাদের এমন প্রলোভনকে চিন্তায় ও কাজে প্রতিহত করতে বলে (মথি ৫.২৮)।

লোটের মেয়েরা এই নিষিদ্ধ কাজের দ্বারা তারা দুই সন্তান লাভ করে, মোয়াব (আমার পিতা থেকে) ও বিন্-অম্মি (বা অম্মোন, আমার আত্মীয়ের সন্তান)। এইভাবে, লোট তার ছেলেদের (নাতীদের) লাভ করে। বাইবেল আরও বলে যে, মোয়াব ছিল মোয়াবীয়দের পূর্বপুরুষ এবং বিন্-অম্মি ছিল অম্মোনদের পূর্বপুরুষ (৩৮ পদ)। ইস্রায়েলের পরবর্তী ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে, এই দুই জাতি ইস্রায়েলের জীবনে বর্ণনাতীত সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। মিথ্যা ঈশ্বরের উপাসনার দ্বারা (গণনা ২৫, লেবীয় ১৮.২১) তারা ইস্রায়েলের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের সত্য ঈশ্বরের উপাসনা ও তাঁর ধার্মিকতার পথ থেকে সরাতে চেয়েছিল। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, লোটের দুই মেয়ের মন্দ কাজ বা মন্দ পছন্দের শাস্তি লোকেরা বংশ পরম্পরায় ভোগ করেছিল।

লোটের বংশধর হিসাবে মোয়াব বা অম্মোনরা অব্রাহামের সঙ্গে সম্পর্কীত ছিল; কিন্তু লোট যেহেতু অব্রাহামের ভাইপো ছিল, লোট থেকে উৎপন্ন জাতিদের অব্রাহাম পিতা ছিলেন না। তাই, অব্রাহামের প্রতি প্রদত্ত আশির্বাদে (আদি ১২.২-৩) লোটের বংশধররা অধিকারী ছিল না। তাই, লোটের বংশধরদের দ্বারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিরা আশির্বাদ পাবে না; পরিবর্তে, অব্রাহাম ও তাঁর বংশধরদের দ্বারা লোটের বংশধররা আশির্বাদ লাভ করবে। এই কারণেই, ১৯.২৯ পদানুসারে, অব্রাহামকে স্মরণ করে ঈশ্বর লোটকে রক্ষা করেছিলেন। একইভাবে, মোয়াব ও অম্মোনরা তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল, কারণ ঈশ্বর অব্রাহামকে স্মরণ করেছিলেন। এই সত্য যখন আমরা উপলব্ধি করি, তখন আমরা মোয়াব বা অম্মোনদের উৎপত্তিতে অবৈধ যৌন-সংসর্গকেই কেবল দেখব না। পরিবর্তে, ইস্রায়েলের মধ্যে তাদের উপস্থিতি যে ঈশ্বর কর্তৃক অব্রাহামকে স্মরণের ফল, তা স্বীকার করব। ঈশ্বরের এই মহত্বকে স্বীকার করে আমরা কখনও মোয়াবীয়দের বা অম্মোনীয়দের তুচ্ছজ্ঞান করব না। পরিবর্তে, মনে রাখব তাদের বেশিরভাগ মানুষ যদিও ঈশ্বর-বিদ্বেষী জীবন যাপন করেছিল; কিন্তু রূত বিশ্বাসী পরিবারের সান্নিধ্যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে কেবল অশির্বাদ লাভ নয়, দায়ূদ ও যীশুখ্রীস্টের বংশ তালিকায় স্থান পেয়েছে (মথি ১.৫)। আমাদের প্রেক্ষাপট দেখে বা আমাদের কাজ দেখে ঈশ্বর আমাদের মনোনীত করেন না, তাঁর অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণ লাভের পথে আমাদের প্রেক্ষাপট কখনও কোনও বাধা হতে পারে না। তিনি সর্বশক্তিমান, ন্যায়বিচারক এবং দয়া, করুণা ও অনুগ্রহে পূর্ণ।